

হুমায়ুন আজাদের মরদেহ দেখাও কি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার?

ফজলুল বারী/মোশতাক আহমেদ ॥ রাজাকার-মৌলবাদীদের কাছে ড. হুমায়ুন আজাদ নিষিদ্ধ। তাঁর মরদেহ দেখাও কি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার? জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রশ্নটি রেখেছেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহের বেশি পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ সেখানে দেখতে পারেনি ড. হুমায়ুন আজাদের মরদেহ। প্রবাসী বাংলাদেশীরা শত চেষ্টা করেও মিউনিখ কবরস্থানের মরচুয়ারিতে রাখা মরদেহ দেখার, তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাননি। বার্লিনের বাংলাদেশ দূতাবাস তাঁদের এ ব্যাপারে অনুমতি দিচ্ছে না। আর দূতাবাসের অনুমতি ছাড়া মরচুয়ারি কর্তৃপক্ষও মরদেহ দেখার সুযোগ কাউকে দিতে রাজি নয়। পুরো বিষয়টি বিপুল ক্ষোভ-ক্রোধ-হতাশার সৃষ্টি করেছে প্রবাসীদের মধ্যে। তাঁরা তাঁদের এসব প্রতিক্রিয়া জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন টেলিফোনে। কারণ দূতাবাস থেকে তাঁরা এ ব্যাপারে কোন সাড়া-সম্মতি পাচ্ছেন না। জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশী অনেকের ধারণা ছিল, বৃহস্পতিবার ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর হয়ে ড. আজাদের মরদেহ দেশে পাঠানো হবে। এই সুযোগে যদি এক নজর প্রিয় অধ্যাপকের মুখটি শেষবারের মতো দেখা যায়, তাঁর প্রতি জানানো যায় শেষ শ্রদ্ধা, সে আশায় প্রবাসীদের অনেকে জার্মানির নানা শহর থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে আসা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মরদেহ বহনের ব্যয়ভারের টানাহেঁচড়ায় সব কিছু পিছিয়ে যাওয়াতে তাঁরা হতাশ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, ড. আজাদের মৃত্যুর পর এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বৃহস্পতিবার টিএসসির সড়কদ্বীপের প্রতিবাদ সভায় লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদের পক্ষে ড. আজাদের মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে সরকারী উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

রবিবার ফ্রাঙ্কফুর্টে বাংলাদেশীদের শোকসভা

ড. হুমায়ুন আজাদের অভাবিত, আকস্মিক অকালমৃত্যুতে জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশীরা রবিবার ফ্রাঙ্কফুর্টে একটি শোকসভায় মিলিত হচ্ছেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন ‘সংলাপ’-এর দুই সমন্বয়কারী দুলাল আহমেদ, ওয়ালি রহমান সভাটির আয়োজন করেছেন। বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, অফেনবাখ, মিউনিখ, হানাওসহ বিভিন্ন শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা সভায় যোগ দেবেন। জার্মানির ছোট শহর অফেনবাখেই বসবাস করেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশী। শোকাক্ত প্রবাসীরা তাঁদের প্রিয় প্রয়াত অধ্যাপকের অকালমৃত্যুতে প্রাথমিকভাবে তিনটি দাবি চূড়ান্ত করেছেন। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ড. আজাদের পরিবারের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যবস্থা এবং মরদেহ দাফনের নিরাপত্তা। প্রবাসীদের একটি সূত্র বলেছে, ড. আজাদের মরদেহের জানাজা-দাফন নিয়ে দেশে মৌলবাদী শক্তিগুলো যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে তাঁরা উদ্ভিগ্ন। এখন যদি তাঁর দাফন নিয়ে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় অথবা মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাঁর দাফন কর্মসূচী, তেমন কোন অনভিপ্রেত ঘটনা যদি ঘটে, এর প্রতিবাদে তৎক্ষণিক বার্লিনে বাংলাদেশ দূতাবাস ঘেরাওয়ার কর্মসূচী নেয়া হতে পারে। রবিবারের শোকসভাতে এসব কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হবে বিস্তারিত।

পেন-এর নির্লিপ্ত ভূমিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীরাও ক্ষুব্ধ

পেন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব ড. হুমায়ুন আজাদকে ফেলোশিপ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জার্মানি। কিন্তু তারা তাঁর মরদেহ পরিবহনের ব্যয়ভার বহনে রাজি না হওয়াতে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও এখন সংগঠনটির ওপর ক্ষুব্ধ। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ করছেন বাংলাদেশের মেয়ে রুমানা হাশেম। বৃহস্পতিবার টেলিফোনে আলাপ করার সময় জনকণ্ঠকে তিনি বললেন, পেন স্যারের ফেলোশিপের জন্য একটি বাজেট নিশ্চয় বরাদ্দ করেছিল। মাসে মাসে তাঁর হাতখরচ বাবদ এক হাজার ইউরোর বেশি তাঁকে দিতে হতো। সে বাজেট থেকে ড. আজাদের মরদেহ বহনের ব্যয় মেটানো তাদের পক্ষে নিশ্চয় দুরূহ বিষয় ছিল না। জীবিত ড. আজাদকে তারা সহায়তা করতে চাইল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মরদেহ পরিবহনের ব্যয়ভার গ্রহণে রাজি হলো না। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। রুমানা আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন জনকণ্ঠকে। ড. আজাদের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশের পর পেন-এর জার্মানি শাখার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নানা বিষয়ে তিনি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা সরাসরি টেলিফোনে কথা বলতে পেরেছেন। কিন্তু সেই প্রেসিডেন্টই এখন টেলিফোনে তাঁদের সাড়া দিচ্ছেন না।

স্বজনের জার্মানি যাওয়া অনিশ্চিত

ড. আজাদের মরদেহ দেশে নিয়ে আসার জন্য তাঁর অনুজ মঞ্জুরুল কবির মাতিন, প্রকাশক ওসমান গনির জার্মানি যাবার কথা ছিল। কিন্তু এখন পুরো বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর আগে ড. আজাদের মরদেহের উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর স্ত্রীর নামে একটি এফিডেভিট পাঠানো হয়েছে জার্মানিতে। এখন নতুন এফিডেভিট ছাড়া জার্মানি গিয়ে লাভ কতটা হবে, আইনত সেখানে সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা সে নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। হুমায়ুন আজাদের শোকাক্ত ছোট ভাই মাতিন বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে জনকণ্ঠকে বলেছেন, জার্মানি যাবার ব্যাপারে পরিবারের সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যাবার কতটুকু প্রয়োজন আছে তাও ভাবব। তাঁরা এ ব্যাপারে দুই মাসের ভিসা নিয়ে রেখেছেন। প্রয়োজন হলেই যাবেন। ভিসার জন্য তিনি জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। ড. আজাদের মরদেহের দাফন প্রসঙ্গে বলেন, দাফন নিয়ে এখন আর ভাবছি না। মরদেহ কবে আসবে সেটাই আমাদের ভাবনার বিষয়। তাছাড়া এখন তো যন্ত্রণা আরও সাত-আট দিনের জন্য বেড়ে গেল। তিনি দুঃখ করে বলেন, বড়দার মৃত্যু স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক যেভাবেই হোক আমাদের কাছে প্রশ্নটি থেকেই যাবে। পরিবারের অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, আগামী প্রকাশনীর কর্ণধার ওসমান গনি আর আমাদের পরিবার সব কিছুতে এক হয়ে কাজ করছে। আর সরকারসহ বাকিদের অবস্থা তো আপনারা দেখতেই পারছেন।

লেখক-শিক্ষক-শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীদের প্রতিবাদ ও শোকসভা

ড. হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুতে লেখক, শিক্ষক, শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিস্থ সড়কদ্বীপের সামনে প্রতিবাদ ও শোকসভা করেছেন। সভায় হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর জন্য মৌলবাদী চক্রকে দায়ী করে বলা হয়, মৌলবাদীদের অব্যাহত হামলা ও হুমকির কারণে হুমায়ুন আজাদ শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। একই সঙ্গে ভুগছিলেন সামগ্রিক নিরাপত্তার অভাবে। যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সভায় এসব হামলাকারী ও হুমকিদাতা মৌলবাদী, ফ্যাসিবাদীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর মরদেহ দেশে আনা নিয়ে সরকারের উদাসীনতায় প্রকাশ করা হয় তীব্র ক্ষোভ। সভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ড. শহীদুল ইসলাম, তাহেরা বেগম জলি, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঢালী মোহাম্মদ, বিক্রমপুর সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের তৌহিদুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম প্রমুখ।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, হুমায়ুন আজাদের স্পষ্টবাদিতা, প্রথাবিরোধী কথাবার্তার কারণে তাঁর ওপর আক্রমণ এবং অব্যাহত ভাবে হুমকি আসতে থাকে। এতে করে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। আর তাঁর মৃত্যুর পর আক্রমণকারীদের অবস্থাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আসলে আমাদের সরকার ও রাষ্ট্র অপরাধীদের চিহ্নিত করে না। তাদের শাস্তিও দেয় না। যে কারণে একের পর এক ঘটনা ঘটছে। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন হুমায়ুন আজাদ কেবল ব্যক্তির নয় দেশের সম্পদ ছিলেন। তাঁর মতের ওপর হামলা মানে আমাদের সকলের ওপর হামলা। তাঁর মৃত্যু মানে আমাদের ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা অনেক কিছুই হারালাম। আনু মুহাম্মদ বলেন, হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু স্বাভাবিক বলা হলেও এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। আমরা মনে করি গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর ওপর যে হামলা এবং পরবর্তীতে অব্যাহতভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছিল তাতে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে চাপের মধ্যে ছিলেন। পাশাপাশি সামগ্রিক নিরাপত্তার অভাবও তাঁর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তিনি বলেন, সারা দেশে অব্যাহত বোমা হামলা, লেখক-শিল্পীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, সেগুলোতে সরকারের ভূমিকা প্রমাণ করে হামলাকারীদের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র রয়েছে। তিনি হুমায়ুন আজাদের মরদেহ দেশে আনা নিয়ে সরকারের উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলাকারী ও হুমকিদাতাদের গ্রেফতারের দাবি জানান। সভার পূর্বে হুমায়ুন আজাদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের সমবেদনা

দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বৃহস্পতিবার হুমায়ুন আজাদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানো হয়। মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের চেয়ারম্যান আবীর আহাদ, মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের মহাসচিব আব্দুস সামাদ পিটু, তরিকুজ্জামান রেজা, এমএ কাশেম, সিরাজুল ইসলাম আক্কাস প্রমুখ বৃহস্পতিবার ড. আজাদের বাসভবনে গিয়ে শোকাক্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি তাঁদের সমবেদনা জানান।